৭৫ বছরেও থামেনি গোপালের লড়াই

একসময় পাঁচ পয়সা, দশ পয়সায় জুতা-স্যান্ডেল মেরামত করতেন। ২৫ পয়সায় করতেন জুতা পালিশ। সময় বদলেছে, বদলেছে টাকার মূল্য। এখন জুতা মেরামতের একই ধরনের কাজে মজুরি পান কমপক্ষে ১০ টাকা। জুতা পালিশের জন্য নেন ৩০ থেকে ৪০ টাকা। কিন্তু এত বছরেও বদলায়নি তার জীবনের হিসাব। অভাব ছিল, এখনো আছে। বয়সের ভারে শরীর চলে না, চোখেও কম দেখেন। তবু পেটের ক্ষুধা মেটাতে প্রতিদিন বসতে হয় কাজের জায়গায়। ৭৫ বছর বয়সী গোপাল দাসের বাড়ি মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ায়।

স্বাধীনতার আগের সময় থেকে শহরের বড় বাজার মোড়ে রাস্তার পাশে বসে জুতা-স্যান্ডেল মেরামতের কাজ করছেন তিনি। কয়েক দশক ধরে রাস্তার ধারে বসে মানুষের পায়ের জুতার যত্ন নিয়ে চললেও নিজের জীবনের জীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এই পাদুকা কারিগর। দূর্গা উৎসবে মহাসপ্তমী রাতে দেখা যায়, রাস্তার পাশে মাটিতে বসে জুতা মেরামত করছেন গোপাল দাস। সামনে কাজের সরঞ্জাম, পাশে একটি জুতা। আলো বলতে ছোট একটি চার্যার বাতি। কাস্টমার পেলে চার্যারের আলো জ্বলে, নাহলে স্ট্রিট লাইটের আলোয় বসে থাকে। কখনো লোডশেডিংয়ে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে। তবু কাজ থামে না। কারণ শারদীয় দুর্গা উৎসবে বাড়িতে এসেছে মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনিরা। সংসারের খরচও বেড়েছে। সেই বাড়তি ব্যয় সামলাতে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয় তাকে। গোপাল দাস বলেন, আগে সন্ধ্যার আগেই কাজ গুটিয়ে বাড়ি চলে যেতাম। এখন তেমন কাজ পাই না। তাই রাত আটটা পর্যন্ত বসে থাকি। মেয়েরা, জামাই আর নাতি-নাতনিরা বেড়াতে এসেছে পূজায়। তাই খরচ বেড়েছে।

বদলেছে মজুরি, বদলায়নি অভাব। গোপালের কর্মজীবনের শুরু এমন এক সময়ে, যখন পাঁচ পয়সা কিংবা দশ পয়সাতেই জুতা মেরামতের কাজ করা যেত। ২৫ পয়সায় জুতা পালিশ করে দিতেন। সেই সময়ের পয়সা আর এখনকার টাকার মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু সেই ব্যবধানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার জীবনে স্বচ্ছলতা আসেনি। গোপালের ভাষায়, ‘আগেও অভাব ছিল, এখনো অভাব আছে।’ কথাটি বলার সময় তার সামনে পড়ে থাকে মানুষের ব্যবহারে পুরোনো হয়ে যাওয়া জুতা। কোনোটির সেলাই ছিঁড়েছে, কোনোটির তলা খুলে গেছে। সেগুলো ঠিকঠাক করে দেন তিনি। কিন্তু নিজের জীবনের ছেঁড়া হিসাবগুলো আর জোড়া লাগানো হয়ে ওঠে না। একসময় সন্ধ্যার আগেই কাজ শেষ করতেন। এখন কাজ কমে যাওয়ায় রাত

পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মানুষ আর ছেড়া ফাটার কাজ করান না।

সারাদিন বসে থেকেও কত টাকা আয় হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। তারপরও কাজের জায়গাটি ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই তার। কারণ, কাজ বন্ধ হলে আয়ও বন্ধ। স্ত্রী নেই, সংসারের দায় এখনো আছে। পাঁচ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে সংসার গোপাল দাসের। ছেলে শংকর দাস স্থানীয় একটি তেল পাম্পে কাজ করেন। বাবা ও ছেলের আয়ে কোনোভাবে চলে সংসার। কিন্তু সংসারের ব্যয় তো শুধু প্রতিদিনের খাবারেই সীমাবদ্ধ নয়। বছর শেষে ঘর মেরামতের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উৎসবে বাড়তি খরচ থাকে। মেয়েরা স্বামী- সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে এলে গোপালের মন ভরে ওঠে, কিন্তু সংসারের হিসাবেও চাপ পড়ে। সেই খরচ সামলাতে তাঁকে আরও বেশি সময় কাজ করতে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার সামর্থ্য কমেছে। দীর্ঘ সময় মাটিতে বসে থাকতে কষ্ট হয়। চোখেও আগের মতো দেখতে পান না। তবু কাজ ছেড়ে দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই। যে পেশার সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে, সেই পেশাই এখনো তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন।

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার মোড় দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। তাদের কারও জুতার সেলাই খুলে গেলে, কারও জুতার তলা উঠে গেলে কিংবা পালিশের প্রয়োজন হলে গোপাল দাসের কাছে আসেন। কাজের বিনিময়ে পাওয়া সামান্য মজুরিই তার প্রতিদিনের আয়ের উৎস। কিন্তু বয়সের কারণে যখন বিশ্রামের প্রয়োজন, তখনো তাকে কাজ করতে হয়। কখনো কাজ আসে, কখনো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এর মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে গেলে ছোট্ট বাতির আলোও নিভে যায়। পূজার বাড়তি খরচের কথা ভেবে সেই অন্ধকারেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। গোপাল দাসের জীবন তাই কেবল একজন প্রবীণ পাদুকা কারিগরের পেশাগত জীবনের গল্প নয়। এটি এমন এক মানুষের গল্প, যার বয়স হয়েছে, শরীরের শক্তি কমেছে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে; কিন্তু সংসারের প্রয়োজন তাকে অবসর নিতে দেয়নি। পাঁচ পয়সা থেকে দশ টাকা, ২৫ পয়সা থেকে ৩০-৪০ টাকা মজুরির অঙ্ক বদলেছে বহুবার।

বদলেছে শহর, বদলেছে মানুষের জীবনযাপনও। কিন্তু গোপালের জীবনে স্বস্তি আসেনি। ৭৫ বছর বয়সেও তাই রাস্তার পাশে বসে জুতা মেরামত করেন তিনি। জীবিকার এই লড়াইয়ে তার অবসর নেই, নেই নিশ্চিন্তে বসে থাকার সুযোগ। সংসারের খরচ আর পেটের ক্ষুধাই তাকে প্রতিদিন আবারও বসিয়ে দেয় কাজের জায়গায়।

[redacted]

[redacted], [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

মুজিবনগর প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলাতেও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব। উপজেলার আটটি পূজামণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। মহাজনপুর, কোমরপুর, মোনাখালী, দারিয়াপুর-খানপুর, রতনপুর ও বল্লভপুরসহ বিভিন্ন এলাকার পূজামণ্ডপ থেকে প্রতিমা নিয়ে ভক্তরা বিসর্জনস্থলে সমবেত হন।

বিকেল থেকে ঢাক-ঢোলের বাদ্য, উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রিকশায়, আবার কেউ ট্রাক ও ভ্যানে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনস্থলে যান। পথে পথে দর্শনার্থীরা শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানান। বিসর্জনস্থলে প্রতিমা পৌঁছানোর পর ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে দেবীকে বিদায় জানানো হয়।

বিসর্জনকে ঘিরে বিভিন্ন স্থানে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় আবেগঘন পরিবেশে। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন আয়োজকেরা।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে এ বছরের শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীতে ফের সোলার প্যানেলে হামলা, ক্ষতিগ্রস্ত মালিক-চাষি

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক ও সেচপাম্প মালিক মো. একতারুল ইসলামের সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করার পাশাপাশি বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সেচপাম্পের

আওতাধীন জমির চাষিরা। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গত সোমবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার রামনগর ও বালিয়াঘাট মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, এখন ধানের ভরা মৌসুম। মাঠজুড়ে ধান রয়েছে, আর এ সময়ে জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানে চিটা ধরতে পারে এবং ফলন অনেক কমে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙচুর ও তার কেটে দেওয়ার ঘটনায় সেচপাম্পের মালিকের পাশাপাশি চাষিরাও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক ও সেচপাম্পচাষি মো. একতারুল ইসলাম বলেন, গত বছর তিনি সেচপাম্প ও সোলার প্যানেল স্থাপন করেন।

পাম্প স্থাপনে তাঁর খরচ হয়েছে ১১ লাখ টাকা এবং সোলার প্যানেল বসাতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকার বেশি। সকালে মাঠে এসে দেখেন, তিনটি প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করা হয়েছে এবং বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “এতে আমার কত টাকা খরচ হবে, তা-ও জানি না। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে ওঠা আমার জন্য কঠিন। এখন সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

একতারুল ইসলাম আরও বলেন, তাঁর সেচপাম্পের আওতায় প্রায় ২০ বিঘা জমি রয়েছে। এসব জমিতে ধান, কলাই, পেঁয়াজ, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়েছে। এখন এসব জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেচ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তাঁর কাছে প্যানেলগুলো মেরামতের মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

তিনি বলেন, “কৃষি অফিস সহযোগিতা করলে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে না। প্রতিটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা, এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে পাম্প ও সোলার প্যানেল বসিয়েছি। যারা আমার এত বড় ক্ষতি করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ

জানাচ্ছি।”

ধানচাষি মো. শান্ত ইসলাম বলেন, এখন ধানে সেচ দিতে না পারলে ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চিটা ধরতে পারে। এতে ফলন কমে যাবে। মাঠে অন্যান্য ফসলও রয়েছে, সেচের অভাবে সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষি বিভাগ সহযোগিতা করলে সেচপাম্পের মালিক কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আরেক চাষি মো. জিনারুল ইসলাম বলেন, সকালে মাঠে এসে তিনি তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। বাকি প্লেটগুলোর তারও কেটে দেওয়া হয়েছে। এতে সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত সোলার প্যানেল মেরামত করা না হলে চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আমরা বিষয়টি জেনেছি। খোঁজখবর নিচ্ছি। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হবে। সেচপাম্প মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত সোলার প্যানেলের বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না, তা-ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তিনি বলেন, “আমরা সব সময় চাষিদের পাশে আছি। এ ধরনের ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক।”

উল্লেখ্য, গত ১৩ অক্টোবর রাতে গাংনী উপজেলার ভবানীপুর মাঠ থেকে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরির ঘটনা ঘটে। এর তিন মাস আগেও একই স্থান থেকে তাঁর আরও তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এমন ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

আজ বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হচ্ছে দুর্গোৎসব

উৎসবমুখর পরিবেশে মহানবমীর পূজা-অর্চনা শেষে আজ বুধবার (২১ অক্টোবর) বিজয়া দশমী উদযাপন করছেন মেহেরপুরের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। প্রতিমা বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভক্ত-দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

গতকাল মঙ্গলবার মহানবমীতে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল থেকেই মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের আনাগোনা ছিল। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে আসেন নানা বয়সী মানুষ। আজ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভক্তরা। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন মণ্ডপে শিশু- কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষের ভিড় দেখা গেছে। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি অনেকে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। পূজামণ্ডপগুলোতে ভক্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

পূজা দেখতে আসা সুস্মিতা সাহা বলেন, “প্রতিমা দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে। মণ্ডপগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে পূজার আনন্দ উপভোগ করছি।”

পায়েল বিশ্বাস বলেন, “দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছরই পূজা দেখতে আসি। সবার মধ্যে আনন্দ-উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে।”

অর্পিতা মণ্ডল বলেন, “এবারের পূজার পরিবেশ খুবই সুন্দর। বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দেখছি। কাল বিজয়া দশমী, তাই আনন্দের পাশাপাশি দেবীকে বিদায় জানানোর সময় মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

সৌরভ বলেন, “পূজামণ্ডপে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিমা দেখতে পারছি।

দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখতে জেলার পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার মণ্ডপগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গার সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, “মেহেরপুরের পূজামণ্ডপগুলোয় উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপন করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখছি এবং কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উৎসবকে আরও আনন্দমুখর করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছি।”

এ বছর মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ২১টি মণ্ডপ রয়েছে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উৎসবের এই শেষ দিনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার।

স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের

পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি।

ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরে মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় চুরি-ছিনতাই, মাদক, অনলাইন জুয়া, কিশোর গ্যাং ও সাম্প্রদায়িক উসকানিসহ বিভিন্ন অপরাধ দমন এবং জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যদের

প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম।

সভায় জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমন এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সততা, সাহসিকতা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে জেলার সব শ্রেণির নাগরিককে পুলিশি সেবা দেওয়ার নির্দেশনা দেন পুলিশ সুপার।

এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান এবং জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কসবায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্যাম্পে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কসবা পুরাতন বাজারে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। বিনামূল্যে এ সেবা পেয়ে উপকৃত হন স্থানীয় রোগীরা।

আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “মানুষের সেবা করা এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। অনেক মানুষ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন না। তাঁদের কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”

তিনি আরও বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এলাকার মানুষের পাশে থাকতে চায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা। মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

এ সময় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সদস্য আশিক, রাশেদ, শিমুল ও সোহেলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর দুই সীমান্তে ১২ লাখ টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দুটি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১২ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার ভোরে রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খাসমহলে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৩ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৯ লাখ ৬ হাজার ৪০০ টাকা।

অন্যদিকে, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ধলার মাঠে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবির আরেকটি টহল দল। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৪৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৫২০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিতে লাগানো ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম।

অভিযোগকারী মোহাঃ আব্দুল হালিম (৪৮) গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা। অভিযুক্তরা হলেন মোছা. পারভীনা আক্তার (৪০), তার স্বামী আক্তার আলী (৪৫) এবং সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ার কাশেম আলী (৫০)।

লিখিত অভিযোগে আব্দুল হালিম উল্লেখ করেন, অভিযুক্তদের জমির পাশে তার একটি আমবাগান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত কাশেম আলী পারভীনা আক্তারের জমি চাষাবাদ করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময় তার জমিতে থাকা আমগাছের চারা কাটার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে নিষেধ করলে তাকে গাছের চারা কেটে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমবাগান দেখে তিনি মেহেরপুরে চলে যান। পরে ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা

৬টার দিকে বাগানে গিয়ে দেখতে পান, কে বা কারা তার জমিতে থাকা ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলেছে। এতে তার প্রায় ১০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কাছে জানতে চাইলে তারা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। জমির সীমানা পাশাপাশি হওয়া এবং এর আগে গাছের চারা কাটার হুমকি দেওয়ার কারণে অভিযুক্তরা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন আব্দুল হালিম।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি,

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”